ITC আন্তর্জাতিক গবেষক দল

ITC আন্তর্জাতিক গবেষক দল বিশ্বের ২০ টি দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষজ্ঞ ৮০ জন গবেষককে নিয়ে গঠিত। এর প্রধান গবেষকবৃন্দ হলেন :

Geoffrey T. Fong – University of Waterloo, Canada
Mary E. Thompson – University of Waterloo, Canada
K. Michael Cummings – Roswell Park Cancer Institute, United States
Ron Borland – The Cancer Council Victoria, Australia
Richard J. O'Connor – Roswell Park Cancer Institute, United States
David Hammond – University of Waterloo, Canada
Gerard Hastings – University of Stirling and the Open University, United Kingdom
Ann McNeill – University of Nottingham, United Kingdom

ITC বাংলাদেশ গবেষক দল

বাংলাদেশের গবেষকবৃন্দ:

এস এম আশিকুজ্জামান*, নিগার নার্গিস*, উম্মুল হাসানাত রুদবাহ, এ কে এম গোলাম হোসাইন, হেলাল এম উদ্দিন--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

ITC আন্তর্জাতিক গবেষক দল

Geoffrey T. Fong*, Mary E. Thompson, Pete Driezen, Adnan Al Wahid (Project Manager), Anne C.K. Quah (Project Manager), Genevieve Sansone (Graduate Student Manager) – University of Waterloo, Canada
Abu S.M. Abdullah – Boston University, United States
Richard J. O'Connor – Roswell Park Cancer Institute, United States
* প্রধান গবেষকবৃন্দ

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ITC প্রকল্প নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে FCTC নীতি নির্ধারণ, প্রণয়ণও মূল্যায়নে সহযোগিতার প্রসার করবে ।

ITC প্রকল্পের অর্থায়ন ও সহায়তা

প্রধান অনুদান প্রদানকারী :

U.S. National Cancer Institute
International Development Research Center (IDRC) – Research for International Tobacco Control (RITC)
Canadian Institutes of Health Research
National Health and Medical Research Council (Australia)
Robert Wood Johnson Foundation
Cancer Research U.K.

আনুষঙ্গিক অর্থায়ন ও সহায়তায় :

Ontario Institute for Cancer Research, American Cancer Society, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Canadian Tobacco Control Research Initiative, Propel Centre for Population Health Impact, Health Canada, Scottish Executive, Malaysia Ministry of Health, Korean National Cancer Center, GlaxoSmithKline, Pfizer, Australia Commonwealth Department of Health and Ageing, Health Research Council of New Zealand, ThaiHealth Promotion Foundation, Flight Attendant Medical Research Institute (FAMRI), Institut national de prévention et d'éducation pour le santé (INPES) and Institut national du cancer (INCa), German Cancer Research Center, German Ministry of Health and the Dieter Mennekes–Umweltstiftung, ZonMw (the Netherlands Organisation for Health Research and Development), National Tobacco Control Office, Chinese Center for Disease Control and Prevention, National Cancer Institute of Brazil (INCA), National Secretariat for Drug Policy/Institutional Security Cabinet/ Presidency of the Federative Republic of Brazil (SENAD), Alliance for the Control of Tobacco Use (ACTbr), Bloomberg Global Initiative – International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)/Mexican National Council on Science and Technology

** ITC বাংলাদেশ প্রকল্প অর্থায়ন ও সহায়তায়

ITC প্রকল্প : FCTC নীতিমালা মূল্যায়ন করছে

২০ টি দেশে ৬বিশ্বের ৫০% জনগোষ্ঠী ৬বিশ্বের ৬০%ধূমপায়ী ৬বিশ্বের ৭০% তামাক ব্যবহারকারী

অষ্ট্রেলিয়া
বাংলাদেশ
ভুটান
ব্রাজিল
কানাডা
চীন
ফ্রান্স
জার্মানী
ভারত
আয়ারল্যান্ড
মালয়শিয়া
মরিশাস
মেক্সিকো
নেদারল্যান্ড
নিউজিল্যান্ড
দক্ষিণ কোরিয়া
থাইল্যান্ড
যুক্তরাজ্য
উরুগুয়ে
যুক্তরাষ্ট্র

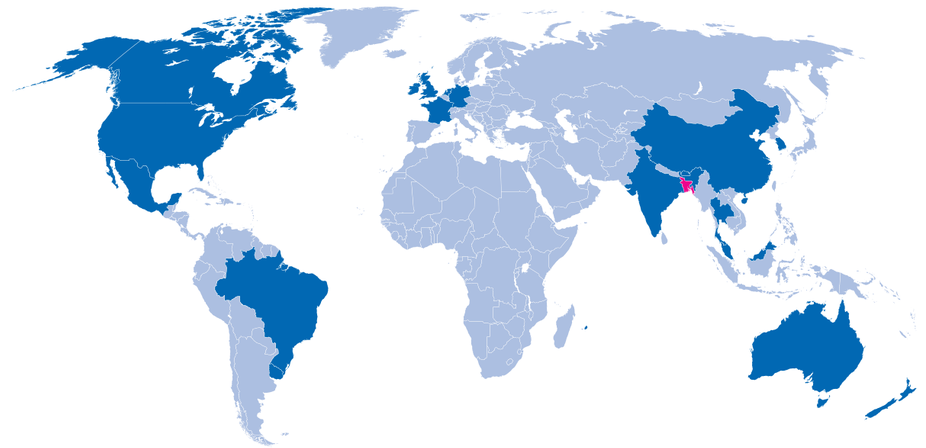

যোগাযোগের জন্য ঃ

Geoffrey T. Fong, Ph.D.
Department of Psychology
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada

Email: itc@uwaterloo.ca
Tel: +1 519-888-4567 ext. 33597
www.itcproject.org

নিগার নার্গিস, পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ই-মেইলঃ nigar_nargis@econdu.ac.bd
ফোন ঃ 880-2-9661900-59 ext. 6441
www.econdu.ac.bd

Version 1 — April 2010

Design by Sentrik Inc.
www.sentrik.ca

Coordination by
Lorraine Craig

itc
International Tobacco Control Policy Evaluation Project

আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ (ITC) নীতিমালা মূল্যায়ন প্রকল্প

ITC বাংলাদেশ গবেষণার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০১০

বিশ্বব্যাপী তামাকের মহামারী প্রতিরোধে তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর নীতিমালার অগ্রগতির প্রয়াসে

UNIVERSITY OF Waterloo

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

itc
International Tobacco Control Policy Evaluation Project

ITC বাংলাদেশের গবেষণালব্ধ মূল ফলাফলসমূহ

বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বশীল ২,৫১০ জন ধূমপায়ী ও ২,১১৬ জন অধূমপায়ীদের সম্মুখ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিচালিত ITC বাংলাদেশের প্রথম পর্যায়ে জরীপে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে এই প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জরীপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের সমগ্র বাংলাদেশ থেকে নমুনা চয়নের ভিত্তিতে ৮০ টি গ্রাম (বা ওয়ার্ড) থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ টি গ্রাম গারো ও চাকমা উপজাতীয়দের জরীপের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৬ টি বস্তি থেকে ৫৯৭ জন ধূমপায়ী ও ৫৪০ জন অধূমপায়ীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। সব উত্তরদাতার বয়স ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে।

বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং FCTC তে অংশগ্রহণকারী (Party) প্রথম ৪০ টি দেশের একটি। ২০০৩ সালের ১৬ই জুন বাংলাদেশ FCTC তে স্বাক্ষর করে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয় যার মাধ্যমে ২০০৬ সাল নাগাদ সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বর্ধিত স্বাস্থ্যবিষয়ক সতর্কবাণী, ধূমপানমুক্ত এলাকা, এবং তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। বর্তমান প্রতিবেদনে তামাকের ব্যবহার ও তৎসম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক ও মানস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ভবিষ্যত কর্মপন্থা কি হওয়া বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই চলমান জরীপের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ মার্চ ২০১০ -এ শুরু হয়েছে। জরীপ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুনঃ www.itc.project.org

ITC বাংলাদেশ জরীপ

জরীপের মাধ্যমঃ সম্মুখ সাক্ষাৎকার

পর্যায়-১ এ উত্তরদাতার সংখ্যাঃ সারাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ৩১,৬৮৯ টি পরিবার থেকে ৯৪,৪৮৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ বছর বা তদোর্ধ্ব) ব্যক্তিকে গণনা করা হয়। এদের মধ্য থেকে সর্বমোট ৩,১০৭ জন ধূমপায়ী (সিগারেট, বিড়ি, এবং হুক্কা ব্যবহারকারী) এবং ২,৬৬৫ জন অধূমপায়ীর (ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীসহ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

পর্যায়-১ এর জরীপ কালঃ ফেব্রুয়ারী-মে ২০০৯।

প্রকল্পের সহযোগী সংগঠনঃ অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ (১) সারাদেশে তামাকপণ্য (সিগারেট, বিড়ি, এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন, জর্দা, সাদাপাতা, গুল, ইত্যাদি) ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং তৎসম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহের উপর উপাত্ত সংগ্রহ ; (২) ITC প্রকল্পের আওতাধীন আরও ৯৯ টি দেশে ব্যবহৃত মানদন্ড অনুসারে বাংলাদেশে প্রচলিত তামাক নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার কার্যকারীতার মূল্যায়ন; (৩) WHO-এর ২০০৪-০৫ সালের গবেষণায় প্রাপ্ত তামাকের ব্যবহার ও তৎসম্পর্কিত পরিমাপসমূহের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ[১] ।

ITC প্রকল্প কি এবং কেন?

ITC প্রকল্প তামাকের ব্যবহারের উপর বিশ্বব্যাপী পরিচালিত সর্বপ্রথম গবেষণা যা মূলতঃ একই ব্যক্তির কাছ থেকে তামাক ব্যবহার সম্পর্কে পরপর কয়েক বছর তথ্য সংগ্রহ করে। গবেষণাটি বর্তমানে সারা বিশ্বের ২০ টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। এই গবেষণার কাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে WHO FCTC-র আওতাধীন তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার মূল্যায়ন করা যায়। ITC-র প্রতিটি জরীপ সবদেশে একই রকম কাঠামো অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ণে মূল নিয়ামকগুলো সনাক্তকরণ ও নীতিমালার কার্যকারীতা বিশদভাবে যাচাই করা হয়।

- তামাক দ্রব্যের প্যাকেটে/মোড়কে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সতর্কবাণী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ধূমপানমুক্ত আইন
- তামাক পণ্যের মূল্য ও কর
- ধূমপান পরিহারের জন্য কার্যকর শিক্ষা ও সহযোগিতা
- তামাকের ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের উপর নিষেধাজ্ঞা

ITC জরীপে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ FCTC-র আওতাধীন তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার জন্য দিক নির্দেশনা দেবে এবং এর কার্যকারীতার যথাযথ মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে ।

বাংলাদেশে পাঁচ বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ২৫ লক্ষ বেশী লোক ধূমপান করছে

বাংলাদেশে ২০০৪-০৫ হতে ২০০৯ সময়কালে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে ধূমপায়ীর হার ২০.৯% (WHO) হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২% (ITC) হয়েছে। পৃথকভাবে পুরুষ ও নারী ধূমপায়ীদের হার বর্তমানে যথাক্রমে ৪২% এবং ১.৩%। এই হার মোতাবেক ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫ লক্ষ বেশী ধূমপায়ী রয়েছে। এই সময়ে ধোঁয়াবিহীন তামাকদ্রব্যের ব্যবহারও বেড়েছে ব্যাপক হারে - পুরুষদের মধ্যে হয়েছে ১৪.৮% হতে ২৭.৬% এবং মহিলাদের মধ্যে হয়েছে ২৪.৪% হতে ৩২%। সার্বিকভাবে ২০০৪-০৫ হতে ২০০৯ সাল নাগাদ ধূমপায়ী ও ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের ব্যবহারকারীদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.৮% হতে ৪৩.২%।

স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে বাংলাদেশে বর্তমানে ধূমপানের যে হার বিদ্যমান তাতে বর্তমানে জীবিত পুরুষ জনগোষ্ঠীর ১৪% থেকে ২১% লোকের ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রোগে অকাল মৃত্যু ঘটবে। এর ফলে এদের আয়ু গড়ে ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।[২]

উপজাতীয় এবং দরিদ্র বস্তি এলাকায় তামাকের ব্যবহারের মাত্রা আশংকাজনক যা এই জনগোষ্ঠীর জীবনের প্রতি হুমকিস্বরুপ

নেত্রকোনা এবং রাঙ্গামাটি জেলায় যথাক্রমে গারো এবং চাকমা উপজাতীয়দের জরীপ করে আমরা দেখেছি যে ৪৯% উপজাতীয় পুরুষ এবং ১৬.৮% উপজাতীয় নারী ধূমপান করেন। এর একটি বড় অংশ (২১.৫% পুরুষ এবং ৩.৯% নারী) সিগারেট ও বিড়ি উভয়ই সেবন করেন। উপজাতীয়দের মধ্যে হুক্কার ব্যবহারও অনেক বেশী (পুরুষদের ১৩% এবং নারীদের ৭.৪%)। বস্তি এলাকায় ধূমপানের প্রবণতা আরও বেশী আশংকাজনক। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৬টি বস্তি এলাকায় জরীপ করে দেখা যায় যে ৭৮.৮% পুরুষ ধূমপান করেন যাদের মধ্যে ৬৮.১% (অর্থাৎ পুরুষ ধূমপায়ীদের ৮৬%) সিগারেট সেবন করেন।

বাংলাদেশের ধূমপায়ীরা প্রায় সকলে তামাকের ব্যবহার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং এর প্রতিরোধে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়াকে সমর্থন করেন

তামাকের প্রতি বাংলাদেশের ধূমপায়ীদের মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। তাদের ৯৫% মনে করেন যে, সিগারেট "খাওয়া খারাপ" বা "অত্যন্ত খারাপ"। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ITC-র সব দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের তামাক ব্যবহারকারীগণ তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকাকে স্বাগত জানায়। ধূমপায়ীদের ৯৮% মনে করেন যে ধূমপানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সরকারকে আরও সচেষ্ট হতে হবে। ITC দেশগুলোর মধ্যে এই সমর্থন সবচেয়ে জোরালো।

Fig. 1 Percentage of smokers whose overall opinion of smoking is 'negative' or 'very negative'

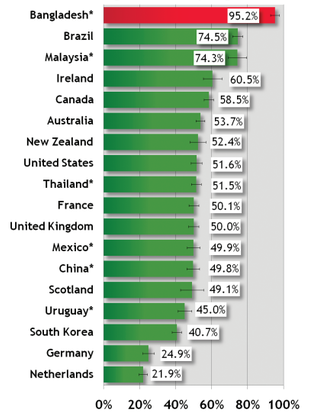

Thailand, Ireland, and Scotland data 2006.
Malaysia data 2006/07.
Mexico, South Korea, and France data 2008.
China, Canada, US, UK, and Australia data 2007/08.
Uruguay, and New Zealand data 2008/09.
Brazil, Bangladesh, Netherlands, and Germany data 2009.
* Response options were "Bad" or "Very Bad".

1. *WHO (2006). Impact of tobacco-related illnesses in Bangladesh. World Health Organization. South East Asia Region. New Delhi, India.*

2. *Jha, P., et al. (2008). A nationally representative case-control study of smoking and death in India. New England J Med, 358, 1137-1147; and Personal Communication with P. Jha, March 26, 2010.*

উদ্ধৃতি: ITC প্রকল্প (এপ্রিল ২০১০), ITC বাংলাদেশ গবেষণার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াটারলু, ওনটারিও, কানাডা, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ।

তামাকের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশী ধূমপায়ীদের খুব কম সংখ্যকের ধূমপান ত্যাগের পরিকল্পনা রয়েছে

ITC দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশী ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগের ইচ্ছার হার অনেক কম। বিড়ি ধূমপায়ীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ (৩৬%) এবং সিগারেট ও দ্বৈত (সিগারেট ও বিড়ি) ধূমপায়ীদের অর্ধেক (৫১%) ধূমপান পরিহারের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন। মাত্র ৫% বিড়ি ধূমপায়ী এবং ১০% সিগারেট ও দ্বৈত ধূমপায়ী ব্যক্ত করেছেন যে তাদের আগামী ছয় মাসের মধ্যে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সাধারণ মানুষের সিগারেট ক্রয়ের ক্ষমতা এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী

সাম্প্রতিককালে সিগারেটের মূল্য অনেক সুলভ হয়ে গেছে। ১৯৯০ সালে যেখানে ১০০ প্যাকেট ষ্টার সিগারেট ক্রয় করতে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়ের ১৬.৮% ব্যয় করতে হত, ২০০৬ সাল নাগাদ তা ক্রয় করতে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়ের ৬.৬% ব্যয় করতে হয়েছে। অর্থাৎ এই ১৬ বছরে সিগারেটের প্রকৃত ক্রয়মূল্য আড়াইগুনেরও অধিক সুলভ হয়েছে। এছাড়াও বিড়ির উপর করের হার অত্যন্ত নিমড়ব হওয়ার ফলে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সিগারেট ধূমপায়ীদের বিড়ি খাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। ফলে ধূমপানের প্রবণতা হ্রাসে সরকারের প্রচেষ্টা খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধূমপায়ীরা সিগারেটের প্যাকেটে/মোড়কে আরও বেশী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য দেখতে আগ্রহী

বাংলাদেশের জনগণকে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সিগারেটের প্যাকেটের সামনে ও পিছনের ৩০% অংশ জুড়ে সতর্কবাণী মুদ্রণের বিধির প্রয়োগ একটি অন্যতম সরকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ (৩০%) ধূমপায়ী এই সতর্কবাণী লক্ষ্য করেন না এবং মাত্র ১৬% ধূমপায়ী মনে করেন যে এই সতর্কবাণী তাদের ধূমপান ত্যাগের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। ৬২% ধূমপায়ী মনে করেন যে সিগারেটের প্যাকেটে/মোড়কের উপর আরও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য থাকা উচিত। ITC দেশগুলোর মধ্যে এই সমর্থন সর্বাধিক।

Fig. 2 Cigarette smokers opinions on whether there should be more, less, or the same amount of health information on cigarette packages, by country

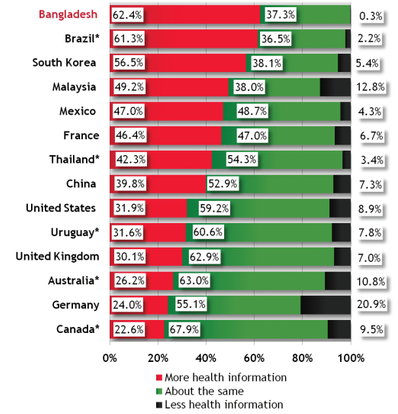

*Countries with graphic warning labels at time of survey
Thailand data are from 2006. Malaysia data 2006/07.
China, US, UK, Australia, and Canada data 2007/08.
South Korea, Mexico, and France data 2008.
Uruguay data 2008/09.
Brazil, Bangladesh, and Germany data 2009.

ধূমপানমুক্ত আইন কার্যকর না হলেও এর পক্ষে জনসমর্থন জোরালো

বাংলাদেশে ধূমপানমুক্ত আইনের প্রয়োগ ও অনুসরণ অত্যন্ত দুর্বল। ধূমপায়ীদের ৯৩% এবং অধূমপায়ীদের ৭৮% রেস্তোঁরা বা চায়ের দোকানে লোকজনকে ধূমপান করতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। ৪৯% ধূমপায়ী এবং ৪৬% অধূমপায়ী জনসাধারনের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে লোকজনকে ধূমপান করতে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও ধূমপায়ীরা নিজেরাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে ধূমপানের ঘোর বিরোধী - এদের ৬৮% রেস্তোঁরা বা চায়ের দোকানে এবং ৯৯% যানবাহনের ধূমপানের বিপক্ষে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা

ITC বাংলাদেশ জরীপে এই সত্য অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহারের হার অতি উচ্চ এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এও প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে আরও শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকারী উদ্যোগকে আরও জোরদার ও বিস্তৃত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ করা যেতে পারে।

• সব ধরণের তামাক পণ্যের উপর কর আরোপ ও বৃদ্ধি

সব ধরণের তামাক পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিভিন্নতর ধরণের তামাক পণ্যের মধ্যে করের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যেমন- বিড়ি ও সিগারেটের করের বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে যাতে করে ধূমপায়ীরা মূল্য বৃদ্ধির কারণে ধূমপান ত্যাগের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের সিগারেট ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের বিড়ি সেবনের দিকে না ঝোঁকে।

• সচিত্র এবং বর্ধিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী

সাম্প্রতিক FCTC Article II Guideline অনুসারে তামাক দ্রব্যের প্যাকেটের/মোড়কের উপর ঘূর্ণায়মান ও বর্ধিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী (প্যাকেটের সম্মুখ ও পশ্চাতের অন্ততঃ ৫০% ভাগ জুড়ে) এবং সেই সঙ্গে তামাকের ব্যবহারের কুফলের সুস্পষ্ট চিত্র মুদ্রণের বিধি প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে তামাকের ব্যবহার পরিহার করতে লোকজন আরও বেশী উদ্বুদ্ধ হবে এবং অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রভাব আরও ফলপ্রসূ হবে।

• আরও ব্যাপক ও কঠোর ধূমপানমুক্ত আইন

ITC গবেষণায় দেখা যায় যে সারা পৃথিবীতে ধূমপানমুক্ত আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে জনসাধারণের উপর ধূমপানের পরোক্ষ প্রভাব উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। দ্রুত সম্পূর্ণরূপে (১০০%) ধূমপানমুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা অতি জরুরী। এ ব্যাপারে কোন ধরণের শিথিলতা, যেমন কোন কোন স্থানে ধূমপানের অনুমতি বা ধূমপানের জন্য চিহ্নিত স্থানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহনযোগ্য নয়, কেননা এগুলো ধূমপানমুক্ত আইনের কার্যকারীতাকে নষ্ট করে।

তামাকের করের কার্যকারীতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে তামাকের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে এর মূল্য বৃদ্ধি তামাকের ব্যবহার বর্জন ও হ্রাসে সবচেয়ে কার্যকরী এক-মাত্র উপায়।[৩,৪] বাংলাদেশে তামাকের কর বৃদ্ধি আরও বেশী জরুরী কেননা সাম্প্রতিককালে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানুষের তামাক ক্রয়ের ক্ষমতাকে অনেক বর্ধিত করেছে । সাধারণ মানুষের তামাক ক্রয়ের ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য একই গতিতে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই।

গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব ও গুরুত্ব

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ওএঈ জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে গণমাধ্যমে প্রচারের ফলে তামাকের কুপ্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে যা ধূমপানমুক্ত আইন ও স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর মত বি-ধির সফল প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করেছে।[৫]

3. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER package (2008). Geneva, World Health Organization.*
4. *Jha, P., Chaloupka, F.J. (1999). Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control. Washington, DC: World Bank.*
5. *Fong, G.T. (2009, April). What We Know and Don't (Yet) Know About the Impact of Tobacco Control Policies: An In-Progress Summary from the ITC Project. Invited Public Health and Epidemiology Plenary Lecture, Society for Research on Nicotine and Tobacco, Dublin, Ireland.*